গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা | ৬ - ১২ মে ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

জনগণের ক্ষোভ চাপা দিতেই কি রাজ্যে রাজ্যে দাঙ্গা বিজেপির

কোনও ধর্মে বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার। তাই নিয়ে উৎসব বা শোভাযাত্রাও চালু রীতি। কিন্তু সেই শোভাযাত্রা থেকে অন্য ধর্মের মানুষের উপর আক্রমণ কোনও যথার্থ ধর্মবিশ্বাসী মানুষই চান না। অথচ বিজেপি-সংঘ পরিবার রামনবমীর শোভাযাত্রার নামে ঠিক তাই ঘটাল।

রামনবমীকে কেন্দ্র করে বিজেপি-আরএসএস বাহিনী দেশের নানা জায়গায় ধারালো অস্ত্র, উত্তেজক স্লোগান সহ যে মিছিলগুলি করেছে, সেগুলির লক্ষ্য ছিল সংখ্যালঘু এলাকাগুলিতে নানা ভাবে প্ররোচনা তৈরি করে সংঘর্ষ বাধানো এবং তাকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘুদের নিশানা করা, পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে ধরপাকড় চালানো, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, দরিদ্র মানুষের বসতি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া। আর এ সবই চলল 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুলে। এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট— একদিকে সংখ্যালঘুদের সন্ত্রস্ত করা, অন্য দিকে হিন্দুত্বের জিগির তুলে সংখ্যাগুরুর ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা। গুজরাট থেকে ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ থেকে পশ্চিমবাংলা সর্বত্রই এই বাহিনী একই কাজ করেছে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

কর্ণাটকে বিশাল কৃষক সমাবেশ

কর্ণাটকে এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে বিশাল মিছিল। ধারওয়াড়। ২৮ এপ্রিল

চাকরিপ্রার্থীদের উপর পুলিশি নির্যাতনের তীব্র নিন্দা

পিএসসি-র প্যানেলভুক্ত চাকরিপ্রার্থীদের উপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৯ এপ্রিল এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

পিএসসি-র ফুড সার্ভিস সেক্টরের সাব-ইনস্পেক্টর পদের প্যানেলে ৯১৭ জনের নাম থাকলেও ১০০ জনকে চাকরি দেওয়ার পর আর কাউকে ডাকা হয়নি। প্যানেলভুক্ত বাকি প্রার্থীরা বারবার আবেদন করেও সুরাহা না হওয়ায় আজ তাঁরা টালিগঞ্জের পিএসসি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি। উপরন্তু পুলিশ তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের এমনকি মহিলাদেরও যেভাবে পুলিশ টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তোলে তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তীব্র গরমে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিক্ষক, ডব্লিউবিসিএস প্রভৃতি নানা স্তরে চাকরি নিয়ে রাজ্যে যে চরম দুর্নীতি চলছে তাতে প্যানেলভুক্তদের আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা পুলিশের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে পিএসসি-এসএসসি সমস্ত প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের চাকরি প্রদানের দাবি করছি।

দেশ জুড়ে বিদ্যুৎ সংকট
কেন্দ্রীয় সরকারের অপদার্থতাই দায়ী

কেন্দ্রীয় সরকারের অপদার্থতায় তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকার জনজীবন এক নতুন সংকটে পড়েছে। বেশ কিছু রাজ্য জুড়ে চলছে ঘন্টার পর ঘন্টা লোডশেডিং। গরমে সামান্য স্বস্তি পেতে একটু পাখা চালানোর উপায়ও মানুষের নেই। কারণ, দেশের প্রায় সমস্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিশেষত যেগুলি কয়লাখনি অঞ্চল থেকে দূরে অবস্থিত, সেগুলিতে কয়লার মজুত একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। ফলে টান পড়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। যদিও বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার এমন সংকট প্রথম নয়, ২০২১-এর অক্টোবরেও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তার থেকে কেন্দ্রীয় সরকার

দুয়ের পাতায় দেখুন

গণদাবীর আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে

এসইউসিআই(সি)-র ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে

সাধারণ সম্পাদক

কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ

শিক্ষা, স্বাস্থ্য বেচাই শিল্প? এর জন্যই সম্মেলন?

মহা আড়ম্বরে সম্পন্ন হল রাজ্যের তৃণমূল সরকার আয়োজিত ষষ্ঠ বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন (বিজিবিএস)। এই সম্মেলন ঘিরে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকারের প্রত্যাশা থাকার কথা— যদি কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যদি শিল্পে কিছুটা জোয়ার আসে। এই প্রত্যাশা ও সম্ভাব্য প্রাপ্তি সামনে রেখে কিছু বিষয় ভাবা জরুরি।

এই সম্মেলনে এ দেশ ছাড়া আরও ৪২টি দেশের শিল্পপতিদের উপস্থিতিতে ৩.৪২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসার কথা শোনা গেছে। এই বিনিয়োগের হাত ধরে প্রায় ৪০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। যদি এটা সত্যি হয় তা হলে প্রায় ২ কোটি মানুষ সরাসরি উপকৃত হতে পারেন। তাঁদের মুখে হাসি ফুটতে পারে।

কিন্তু তাল কেটে দিচ্ছে আগের পাঁচটি শিল্প সম্মেলনের অভিজ্ঞতা। রাজ্য সরকারের দাবি, সেগুলিতে প্রায় ১২.৩৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু তার মধ্যে কতটুকু বাস্তবে এসেছে, কটা শিল্প হয়েছে, কতজন কাজ পেয়েছে, সবটাই ধোঁয়াশা। এসব নিয়ে সরকারের কোনও বক্তব্য নেই। বিগত ১৫-২০ বছরে রাজ্যে উল্লেখ করার মতো বড় শিল্প কিছু হয়নি। গত ডিসেম্বরে কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালের মর্গে ডোমের ছ'টি শূন্যপদের জন্য আবেদনপত্র জমা পড়েছিল প্রায় আট হাজার। যোগ্যতামান অষ্টম শ্রেণি পাশ হলেও প্রার্থীদের মধ্যে পিএইচডি ডিগ্রিধারীরাও ছিলেন। তা হলে কর জর্জরিত মানুষের দেওয়া রাজকোষের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে শিল্প-সম্মেলন থেকে বাস্তবে কী পাচ্ছে রাজ্যবাসী?

শিল্পের নামে এই সম্মেলন কার্যত স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাকে পুরোপুরি বাণিজ্যে পরিণত করার রাস্তা আরও সুগম করল। জানা গেছে, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বেসরকারি সংস্থা। তারা মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ করবে, আবার সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পিপিপি মডেলে চিকিৎসা ব্যবসায় নামবে। মেডিকেল শিক্ষার পরিকাঠামো বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু যে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবার তা হল, বেসরকারি পুঁজি স্বাস্থ্য ব্যবসাতে নামবে সর্বোচ্চ মুনাফা করতেই। ফলে চিকিৎসার খরচ বাড়বে অত্যধিক। ইতিমধ্যে চিকিৎসা এত ব্যয়বহুল যে, চিকিৎসা করাতে গিয়ে একটা বিরাট অংশের মানুষকে দারিদ্রসীমার নিচে চলে যেতে হচ্ছে। আরেকটি সংকটও আছে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বেশিরভাগ বেসরকারি কলেজগুলির মান সারা ভারতেই সরকারি কলেজের তুলনায় খারাপ। সেখানে পড়াশোনাও যেমন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, তেমনি চিকিৎসাও। এতে সাধারণ মানুষের লাভ হবে? বরং এখন যতটুকু সরকারি চিকিৎসার সুযোগ আছে, মেডিকেল শিক্ষার পরিকাঠামো আছে, সেটাও ধীরে ধীরে বেসরকারি হাতে গেলে মানুষ হারাবে চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার।

ছয়ের পাতায় দেখুন

কর্ণাটক রাজ্য কৃষক সম্মেলনে আন্দোলন তীব্র করার ডাক

২৮-২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল এআইকেকেএমএস-এর কর্ণাটক রাজ্য দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন। ধারওয়াড় শহরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন হয় ২৮ এপ্রিল। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রামচন্দ্রাপ্পা। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি সত্যবান। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় এআইকেকেএমএস দেশের বুকে বৃহত্তর কৃষক সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রামেও আমাদের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। এই ভূমিকার প্রতি একনিষ্ঠ থেকে আমরা আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাব। প্রকাশ্য সমাবেশে প্রায় তিন হাজারের উপর কৃষক খেতমজুর অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিনিধি সম্মেলনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ৭৫ জন প্রতিনিধি। তাঁরা রাজ্যের কৃষক জীবনের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরে আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করেন। তাঁদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ। সম্মেলনে কমরেড দিবাকরকে সভাপতি ও কমরেড শশীধরকে সম্পাদক করে ৩৭ জনের রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়। (ছবি প্রথম পাতায়)

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিক্ষোভ

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষিত জল প্রাচীর ভেদ করে রাস্তায় আসা বন্ধ করা, মেচেদা-বাঁপুর খালের নিম্নাংশ পূর্ণ সংস্কারের জন্য তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জল ওই খালে ফেলা বন্ধ, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সমস্ত জল পরিশ্রুত করে পাইপলাইনের মাধ্যমে নদীতে ফেলার বন্দোবস্ত প্রভৃতি দাবিতে ২ মে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জিএম-এর কাছে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পরে সেচ দপ্তরের এসও-র উপস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণপুর মৌজায় ক্রস বাঁধ দেওয়ার স্থান সহ বাঁপুর খাল পরিদর্শন করেন নেতৃবৃন্দ।

জিএম আগামী বর্ষার আগেই প্রাচীর ভেদ করে জল বের হওয়ার সমস্যা সমাধান সহ বাঁপুর খালে প্ল্যান্টের জল ফেলা যতদূর সম্ভব কমিয়ে খাল সংস্কারে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি-র মুখপাত্র নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, আগামী মে মাসের মধ্যে উপরোক্ত সমস্যার সমাধান না হলে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে থার্মাল গেটে বিক্ষোভ দেখানো হবে।

দেশ জুড়ে বিদ্যুৎ সংকট

একের পাতার পর

কোনও শিক্ষা নিলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারত না। এই প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সর্বভারতীয় সংগঠন এআইইসিএ ৩০ এপ্রিল কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা চিঠিতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যেকার সমন্বয়ের অভাবকেই দায়ী করেছে।

এআইইসিএ-র সাধারণ সম্পাদক সমর সিনহা এই চিঠিতে বলেছেন, দেশের মোট বিদ্যুতের ৭০ শতাংশ আসে তাপবিদ্যুৎ থেকে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুসারে প্রতিটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে অন্তত ২০ দিনের কয়লা মজুত থাকার কথা। অথচ ১৫০টি সরকারি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে ৮১টিতেই কয়লার অভাব চরমে পৌঁছেছে। সরকারি কর্তারা এই সমস্যা জেনেও কিছুই করেননি। ইতিমধ্যে কিছু কিছু রাজ্যে ৩ থেকে ৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ ছাঁটাই চলছে। এদিকে বিদ্যুতের চাহিদা গত ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে এপ্রিলের শুরুর মধ্যেই বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ হাজার মেগাওয়াটের বেশি।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা বহনের জন্য রেল ওয়াগনের অভাব এ ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। যেখানে কমপক্ষে ৪৫৩টি মালগাড়ি প্রয়োজন, রেল কর্তৃপক্ষ কখনও ৩৭৯ বা কোনও দিন বড় জোর ৪১৫টি মালগাড়ি বরাদ্দ করেছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষও মালগাড়ির অভাবকে বিদ্যুৎ সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করেছে।

তিনি চিঠিতে বলেন, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ, কয়লা এবং রেল মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয় রাখায় কেন্দ্রীয় সরকার অপদার্থতার পরিচয় দেওয়াতেই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এখন এই পরিস্থিতি মেকাবিলার নামে বিদ্যুৎকেন্দ্রগামী কয়লার মালগাড়িকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলে সাধারণ মানুষকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। রেলমন্ত্রক এক্সপ্রেস, প্যাসেঞ্জার ও লোকাল মিলিয়ে ৭৫৩টি যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল করেছে।

সর্বস্তরের বিদ্যুৎগ্রাহকদের সর্বভারতীয় সংগঠন এআইইসিএ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি যাতে কোনও মতে তৈরি হতে না পারে তার জন্য সঠিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের গাইডলাইন মেনে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কয়লা সরবরাহ করতে রেলের সাধারণ যাত্রী পরিষেবায় কোনও যাতে প্রভাব না পড়ে তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে।

রাজ্যে রাজ্যে দাঙ্গা বিজেপির

একের পাতার পর

গুজরাটের আনন্দ জেলার খাম্বাট শহরে রামনবমী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘুদের উপর। মধ্যপ্রদেশের খরগোনেও একই ভাবে রামনবমীর মিছিলে সংঘর্ষের দায় সংখ্যালঘুদের উপর চাপানো হয়েছে। দুই জায়গাতেই প্রশাসনকে ব্যবহার করে নির্বিচারে সংখ্যালঘুদের নিছক সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুলডোজার দিয়ে সংখ্যালঘু এলাকাগুলিতে নির্বিচারে বাড়ি-দোকানে ভাঙচুর করা হয়েছে।

দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরী এলাকায় রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের পর এক বিজেপি নেতার অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তর দিল্লি পুরসভা বেআইনি নির্মাণ ও বসতি উচ্ছেদের নাম করে বেছে বেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মূলত গরিব এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষদের, হকারদের দোকান, বসতি বুলডোজার এবং জেসিবি মেশিনের সাহায্যে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এর ফলে শয়ে শয়ে মানুষ তাদের সামান্য জীবিকা এবং ন্যূনতম বাসস্থানটুকুও হারিয়ে রাতারাতি অন্নহীন, আশ্রয়হীন পথের ভিখারিতে পরিণত হয়। একদিকে হুমকি, প্ররোচনা এবং ব্যাপক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করে তাদের সন্ত্রস্ত করে রাখা, অপরদিকে জীবিকা, বাসস্থান কেড়ে নিয়ে পথের ভিখারি করে দেওয়া— এই দ্বিমুখী আক্রমণের মুখে ফেলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর এমন চাপ তৈরি করা হচ্ছে যাতে তারা দেশের মধ্যেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে বাস করতে বাধ্য হয়।

একের পর এক দাঙ্গায় মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার, প্রাণহানি, সম্পত্তিহানি, লুঠতরাজ, ধর্ষণ-খুন ভারতে নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজেপি-আরএসএস নিয়ন্ত্রিত সরকার, পুলিশ-প্রশাসন সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে আর সেই সুযোগে আক্রমণকারী উগ্র হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনগুলি নির্বিঘ্নে বাধাহীনভাবে নির্মম অত্যাচার চালায়। আগে যা ছিল দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, গত কয়েক মাস ধরে তা নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আগে যা ছিল উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির কাজ, এখন তার সাথে রাষ্ট্রীয় সহায়তা যুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি আইনশৃঙ্খলায় 'চ্যাম্পিয়ন' রাজ্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলার নির্দেশ দেন প্রশাসনকে। তারপরই এপ্রিল থেকে দুষ্কৃতী দমনের নামে সংখ্যালঘু মানুষদের উপর বুলডোজার চালানো শুরু হল রাজ্যে রাজ্যে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় বিষয়টি বিজেপির পূর্ব পরিকল্পনা প্রসূত।

এবারের ঘটনায় সব জায়গাতেই একটা নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করা হয়েছে। বিজেপি পরিচালিত পৌরসভাগুলি বেআইনি নির্মাণ উচ্ছেদের আদেশ জারি করছে, সঙ্গে সঙ্গে বিশাল পুলিশবাহিনী সহ বুলডোজার এবং জেসিবি মেশিন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাচ্ছে এবং দোকান-পাট, ঘর-বাড়ি, সবকিছুকে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। অজুহাত দিতে এরা পিছিয়ে নেই। সংখ্যালঘু মানুষেরা নাকি ঝোপঝাড় এবং দোকানের আড়াল থেকে হিন্দুদের মিছিলে আক্রমণ করেছে তাই এই ব্যবস্থা!

গোটা উচ্ছেদের প্রক্রিয়াটাই অসাংবিধানিক এবং বেআইনি। উচ্ছেদের জন্য কোনও রকম নোটিস, দলিল-কাগজপত্র পরীক্ষা, এ-সবের কোনও তোয়াক্কাই করা হয়নি। দোকান, ঘর-বাড়ি, অধিবাসীদের প্রথমে উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানোই নিয়ম। তারপর নিয়ম অনুযায়ী প্রশাসনিক দলিল এবং কাগজপত্র আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখার কথা। দখলদার প্রতিপন্ন হলে নির্দিষ্ট যৌক্তিক সময়সীমার মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার প্রশাসনিক কোনও নিয়মই মানা হয়নি। এমনকি দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরীর উচ্ছেদ অভিযানের উপর সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দিলেও তা অমান্য করে নির্বিচারে বুলডোজার চালানো হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ধ্বংসলীলা চলার পরে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কপি নিয়ে বুলডোজারের গতিরোধ করা হয়। কিন্তু ততক্ষণে শাসকদের ধ্বংসযজ্ঞ প্রায় সমাপ্ত হয়ে গেছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, উচ্ছেদের খড়্গ শুধু সংখ্যালঘুদের উপর কেন? যদি ধরেও নেওয়া হয়, নির্মাণগুলি বেআইনি, তবে প্রশ্ন ওঠে এ দেশে কি শুধু তাঁরাই এই রকম নির্মাণ করছেন? আসলে, গোটা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা আজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। করোনা অতিমারী ও অপরিকল্পিত লকডাউনের সুযোগে সমস্ত দেশজুড়ে পুঁজিপতিরা ব্যাপক ছাঁটাই চালিয়েছে। কোটি কোটি মানুষ কর্মহীন এবং বিপর্যস্ত। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি মানুষকে আরও অসহায় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। ক্ষমতায় আসার আগে নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপি নেতাদের প্রতিশ্রুতির ফানুস ফেটে গিয়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের এই ক্ষোভ যাতে সংগঠিত রূপ নিয়ে শাসকের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে না পারে, তাই সংখ্যালঘু সমাজকে নকল শত্রু খাড়া করে তাদের বিপথে পরিচালিত করতে চাইছে। সেজন্য সাধারণ মানুষকে ধর্মের আফিঙে আচ্ছন্ন করে দাঙ্গার আগুনের উত্তেজনার মধ্যে ঠেলে দেওয়া ছাড়া কোনও বিকল্প রাস্তা শাসকের হাতে নেই। এমনকী শুধু উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোকে দিয়ে ষড়যন্ত্র পুরোপুরি কার্যকর করা যাচ্ছে না। তাই সরাসরি প্রশাসনকে দিয়ে গণতন্ত্রের ন্যূনতম মর্যাদাকে দিনের আলোয় পদদলিত করে চলছে আক্রমণ।

প্রশাসন এবং সংখ্যাগুরুর মৌলবাদকে এক করে ফেলা বাস্তবে ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপেরই নামান্তর। এই বিভেদের রাজনীতি কোনও অংশের শ্রমজীবী মানুষেরই কল্যাণ করবে না, সে তাঁরা যে ধর্মেরই উপাসক হোন না কেন। এর লক্ষ্য দেশের সঙ্কট থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়ে মানুষকে বিপথগামী করা। এ দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন সব মানুষকেই ঐক্যবদ্ধভাবে এই ঘৃণ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নীরব কেন? আমলাদের কড়া চিঠি

শাসক বিজেপি ও সংঘ পরিবারের উদ্যোগে দেশ জুড়ে সংখ্যালঘু মানুষদের প্রতি যে ঘৃণা এবং অসহিষ্ণুতার পরিবেশ তৈরির ষড়যন্ত্র চলছে, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর সাংবিধানিক কর্তব্য পালনের দাবি জানিয়ে সম্প্রতি দেশের ১০৮ জন অবসরপ্রাপ্ত আমলা (আইএএস, আইএফএস এবং আইআরএস) প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিতে দিল্লি, আসাম গুজরাট, হরিয়ানা, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে সাম্প্রতিক অশান্তির প্রসঙ্গ তুলে তাঁরা লিখেছেন, যা ঘটছে তা ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক নীতি এবং আইনের শাসনের পরিপন্থী। দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আধিপত্যবাদ ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই প্রতিটি রাজ্যই বিজেপি শাসিত এবং দিল্লি রাজ্যের পুলিশ মোদি সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে নিজেদের পোশাক, খাদ্যাভাস এবং সংস্কৃতি বজায় রাখতে পারেন, সে জন্য অবিলম্বে সরকারি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। নরেন্দ্র মোদির শাসনে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছাড়াও দলিত, দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেও যে ঘৃণার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে পরিকল্পিত ভাবে তাঁদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে চিঠিতে তার উল্লেখ করে এর প্রতিকারে সরকারকে দায়িত্ব পালনের দাবি জানিয়েছেন আমলারা।

তাঁরা বলেছেন, সর্বোচ্চ স্তরের রাজনৈতিক অনুমোদন ছাড়া এমনটা ঘটা সম্ভব নয়। জাহাঙ্গিরপুরীর সাম্প্রতিক ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে যে ভাবে কয়েক ঘণ্টা ধরে পে-লোডার দিয়ে বাড়ি-দোকান ভাঙা হয়েছে, তার পিছনে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ। শেষে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন, তাঁর পার্টির উদ্যোগে দেশ জুড়ে যে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, তিনি যেন দলীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে তার অবসানে আন্তরিক ভাবে উদ্যোগী হন।

বিজেপি-আরএসএসের নেতৃত্বে পরিকল্পিত ভাবে সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ছড়ানোর ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরবতা সচেতন প্রতিটি মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তাঁর নীরবতা যে অনুমোদনের নামান্তর তা বুঝতে হিন্দুত্ববাদের স্বঘোষিত রক্ষকদের অন্তত অসুবিধা হয়নি। তারই ফলে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ ক্রমাগত বেড়েছে এবং এক সময়ে এসে তা রাষ্ট্রীয় রূপ নিচ্ছে। মানুষের জীবনের মূল সমস্যাগুলি আগের থেকে অনেক তীব্র আকার নিলেও সেগুলিকে এর দ্বারা পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সমস্যাগুলির সমাধানে সরকারের সামগ্রিক ব্যর্থতাকে ঢেকে ফেলাও এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, যেগুলিকে এতদিন ভারতের গর্ব হিসাবে তুলে ধরেছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের বড় মানুষরা, সে-সবই আজ অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা ক্রমাগত ক্ষুন্ন হচ্ছে। বিজেপি-আরএসএসের দৌলতে আজ ভারতের এমন একটা পরিচয় বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন বেশিরভাগ ভারতবাসীই গোঁড়া হিন্দু, প্রাচীনপন্থী এবং সংখ্যালঘুবিদ্বেষী। দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিবাদহীনতা, সঙ্কীর্ণ ভোটসর্বস্ব রাজনীতির স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া প্রভৃতি কারণে এই ধারণাও ছড়াচ্ছে যেন দেশের সব মানুষ হিন্দুত্ববাদীদের এই ঔদ্ধত্যকে নীরবে মেনে নিচ্ছে। তাই কিছু যোগ্যতাহীন, বোধহীন বিরোধী নেতার হাতে এই সংগঠিত অনাচারের প্রতিরোধের ভার ছেড়ে দিয়ে দেশের নাগরিক সমাজ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তা হলে এই নীরবতাকে ধর্মীয় উগ্রবাহিনী তাদের সাফল্য হিসাবেই প্রচার করবে। এই অবস্থায় প্রাক্তন আমলারা যে ভাষায় তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন তা খুবই আশাব্যঞ্জক।

বিজেপি-আরএসএসের হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন সফল করার পথে দেশের এই শিক্ষিত নাগরিক সমাজ আজও এক গুরুতর বাধা। তাই বিজেপি-আরএসএস বাহিনীর আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য এই নাগরিক সমাজ। জনসমক্ষে তাঁদের দেশের শত্রু প্রতিপন্ন করার চেষ্টা নানা ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তারা, তাদের সোসাল মিডিয়া টিম এবং অনুগামী টিভি চ্যানেলগুলি। এই অবস্থায় নাগরিক সমাজের অন্যান্য অংশকেও প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে, দেশ পরিচালনায় সরকারি অপদার্থতা, ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, আইনকে গায়ের জোরে অগ্রাহ্য করা, পরিকল্পিত ভাবে দাঙ্গা বাধানো, ধর্মের নামে ভণ্ডামি এ-সব কোনও কিছুকেই দেশের মানুষ নীরবে মেনে নিচ্ছে না। সোসাল মিডিয়ার মিথ্যাচার, টেলিভিশন মিডিয়ার অসত্য, বিকৃত ইতিহাস প্রচারের বিপরীতে সমস্ত ক্ষেত্রে সত্যকে তুলে ধরতে শিক্ষিত সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষিত নাগরিক সমাজ এগিয়ে এলে সাধারণ মানুষের বড় অংশটি, কোনও ধর্মের প্রতিই যাঁদের বিদ্বেষ নেই, বিজেপির 'নতুন ভারত'কে যারা মেনে নিতে পারছেন না কিন্তু নানা কারণে চুপ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁরাও সোচ্চার হবেন। তাই সবদিক থেকেই প্রাক্তন আমলাদের এই প্রতিবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মূল্যবৃদ্ধির দোসর ক্রমবর্ধমান বেকারি
সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়

মূল্যবৃদ্ধিতে প্রাণান্ত অবস্থা সাধারণ মানুষের, বেকারির হার বেড়েই চলেছে। উপদেষ্টা সংস্থা সিএমআইই-র পরিসংখ্যান, শহরাঞ্চলে বেকারির হার বেড়ে আবার ১০ শতাংশের মুখে পৌঁছেছে। বেড়েছে গ্রামাঞ্চলেও। দেশে সার্বিকভাবে তা ৮.৪৩ শতাংশ। গত দু'মাসে দেশের খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্ধারিত সহনসীমার (৬ শতাংশ) উপরে। মে মাসে তা আরও বাড়বে। এতে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার হবে ১৬ মাসে সর্বোচ্চ। মূল্যবৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে বেকারি। ২০২১-এর ডিসেম্বরের ওই সংস্থার রিপোর্ট বলছে, কাজ খুঁজছেন এমন বেকারের সংখ্যা ৫ কোটি ৩০ লক্ষ। এর মধ্যে ১ কোটি ৭০ লক্ষ কর্মক্ষম মানুষ কাজ খোঁজা ছেড়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া আছেন অসংখ্য কর্মহীন মানুষ, যারা এই তালিকার বাইরে রয়েছেন।

সরকার হিসেব দিচ্ছে কর্মসংস্থান বাড়ছে। গত আট বছরে কয়েক লক্ষ কাজ যদি হয়েও থাকে, ছাঁটাই হয়েছে কতজন? ৭ হাজারের বেশি শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। চাকরি গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের। এর কি জবাব দেবেন নেতারা? আসলে বেকার সমস্যা নিরসনে কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারেরই হেলদোল নেই। 'বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরির' প্রতিশ্রুতি বিলোনো মোদি সরকার কিংবা 'বছরে ২ লক্ষ কর্মসংস্থানের' প্রতিশ্রুতি দেওয়া রাজ্যের তৃণমূল সরকার বেকারির বাড়বাড়ন্ত নিয়ে টুঁ শব্দটি করছে না। সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়?

কয়েক বছর ধরে ছাপাখানাতে মেশিন চালানোর কাজ করতেন রমেশ। পানিহাটি থেকে আসতেন মধ্য কলকাতায়। দু'বছর লকডাউনের পর বন্ধ ছাপাখানা খুললেও কয়েক দিন পর থেকেই বেতন অনিয়মিত হতে শুরু করে। তাও মেনে নেন কর্মচারীরা। অবশেষে ব্যবসায় মন্দার অজুহাতে মাইনে কাঁটছাঁট। মালিকের কাছে জবাব চাইতে গিয়েই বাঁধল ফ্যাসাদ। দারোয়ান ও হিসাবরক্ষক বাদ দিয়ে সকলকেই ছাঁটাইয়ের নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হল। রমেশের বাড়িতে বৃদ্ধ-অসুস্থ মা, তিন ভাইবোন। তাঁর রোজগারেই কোনওরকমে সংসার চলত। ছাঁটাইয়ের নোটিশ হাতে নিয়ে কান্না চেপে রাখতে পারেননি রমেশ। সহকর্মীদেরও এক দশা। এরকমই পরিণতি অসংখ্য রমেশের।

শুধু ছাপাখানা বা ক্ষুদ্র শিল্প নয়, মাঝারি শিল্পও আজ চরম সঙ্কটগ্রস্ত। ছাঁটাই চলছে অবাধে। নামকরা বহুজাতিক সংস্থা কিংবা নানা কোম্পানি কোনও নিয়মের তোয়াক্কা না করে যথেচ্ছ ভাবে ছাঁটাই করছে। বহু সংসারে বৃদ্ধ বাবা-মার ওষুধ বন্ধ, ছেলেমেয়ের শিক্ষা বন্ধ, অসুস্থদের পুষ্টিতে কোপ পড়ছে, অবসাদগ্রস্ত হচ্ছে অসংখ্য বেকার যুবক-যুবতী।

'সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের পরিধি বাড়ছে' বলে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক যতই প্রচার চালাক, সরকারেরই প্রকাশিত ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের রিপোর্ট তার 'উজ্জ্বল' ভাবমূর্তিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ওই সময়ে সারা দেশে বেকারির হার ছিল ৬.১ শতাংশ, যা সাড়ে চার দশকে সর্বোচ্চ। এই রিপোর্ট বিজেপি সরকার ধামাচাপা দিতে চাইলেও পারেনি। বর্তমানে রেল, বিমা, ব্যাঙ্ক সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ায় বেকারির হার যে আরও বাড়ছে, সেটা বিজেপি সরকার জানে না তা নয়! সংগঠিত নানা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হাল কী? উৎপাদন, নির্মাণ, বাণিজ্য, পরিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে চাকরির কী পরিমাণ সুযোগ রয়েছে তা দেশের সাধারণ মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন! সর্বত্র আর্থিক মন্দার অজুহাতে ছাঁটাই, লে-অফ, লকআউট চলছে অবাধে।

মূল্যবৃদ্ধি বেকারত্ব বৃদ্ধির জন্য কতখানি দায়ী? মূল্যবৃদ্ধি হলে চাহিদা কমে, উৎপাদনও কমে। উৎপাদনের সাথে যুক্ত কর্মীরা কাজ হারায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিবার্য পরিণামে বাজার সংকট, নতুন কলকারখানা না খোলা, সর্বোপরি সরকারের পুঁজিপতি তোষণকারী নীতিই এর জন্য দায়ী। সরকারি সংস্থায় নিয়োগ প্রায় বন্ধ, চাকরি দেওয়ার পরিবর্তে শূন্য পদ বিলোপ করছে বিজেপি সরকার। রাজ্যের তৃণমূল সরকারও তাই করছে। অন্য দিকে কাঁচামাল, জ্বালানি সহ সমস্ত জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির কারণে ছোট-মাঝারি বেসরকারি সংস্থাগুলি বড় সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারছে না। ফলে বন্ধ হচ্ছে একের পর এক। কর্মী ছাঁটাই বাড়ছে। ইস্পাতের দাম বাড়ায় নির্মাণ কাজে ভাটা পড়েছে। ছাঁটাই চলছে, নতুন লোক নিয়োগও বন্ধ। পরিবহণ শিল্প পেট্রোপণ্যের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধিতে প্রচণ্ড পরিমাণে ধাক্কা খেয়েছে। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু পরিবহণ শ্রমিক ও কর্মচারী রুজি হারিয়েছেন। অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের অবস্থা সব থেকে খারাপ।

কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদন শুল্ক ছেঁটে এবং তেল কোম্পানিগুলির অতি মুনাফার রাশ টেনে তেলের দাম কমানোর ব্যবস্থা করলে মূল্যবৃদ্ধিতে পিষ্ট জনগণ কিছুটা সুরাহা পেত। রাজ্য সরকারও তেলের উপর থেকে ট্যাক্স প্রত্যাহার করলে মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি পেত গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তরা। বেকার যুবকেরা কিছুটা হলেও রেহাই পেত। কিন্তু কোনও সরকারই তা করছে না। এই অবস্থায় বিরাট অংশের মানুষের হাতে টাকাই নেই। ক্রয়ক্ষমতা নেই। একমাত্র রোজগেরে লোকের কাজ চলে যাওয়ায় বহু পরিবার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধি-বেকারির এই জোড়া আক্রমণ থেকে রেহাই মিলবে কী করে? পুঁজিবাদী অর্থনীতি কোনও দিশা-ই দেখাতে পারছে না। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের নানা টোটকায় মুমূর্ষু এই সমাজের ক্ষতে সাময়িক প্রলেপ হলেও স্থায়ী মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। এই ব্যবস্থার রক্ষক পুঁজিপতিদের সেবা করছে যে সরকারগুলি, তাদের জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ করতে হবে।

পুঁজিপতিদের পছন্দের এ-দল কিংবা ও-দলকে ভোটের মাধ্যমে শুধু বদলালেই এই সমস্যার সমাধান হবে না। তা সম্ভব একমাত্র এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবলুপ্তি এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তনের মধ্য দিয়ে। যতদিন তা না করা যাচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধি গ্রাস করবেই। সাময়িক স্বস্তি দিতে পারত যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, এস ইউ সি আই (সি)-র বারবার দাবি সত্ত্বেও কোনও সরকারই তা কার্যকর করেনি।

দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভা
সংগ্রামী বামপন্থাকেই খুঁজছে মানুষ

ভারতের জনজীবন মূল্যবৃদ্ধি, বেকারির ভয়াবহ আগুনে পুড়ছে। চলছে চাষির হাহাকার, নারীর আর্তনাদ। এর থেকে মানুষের চোখ ঘোরাতে শাসকরা পরিকল্পিতভাবে ছড়াচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের ভেদাভেদের বিষ। অসহায় জনসাধারণ কখনও নিজের কপালের দোষ দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কখনও ভাবে এক দলের বদলে অন্য দলকে ভোট দিয়ে সরকারি গদিতে বসালে বোধহয় একটু সুরাহা মিলবে। কিন্তু দিন যায়, বছর যায়, নেতা-মন্ত্রী বদলায় সুরাহা আসে না। তাহলে এই শোষণযন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ কী?

সে পথ হল, এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থাটাকে ভিত থেকে উপড়ে ফেলা। এ কাজ করবে কে? করতে পারে একমাত্র খেটেখাওয়া মানুষের সংগঠিত শক্তি। সেই শক্তি অর্জনের জন্য চাই সঠিক মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিপ্লবী দল। ভারতবর্ষের মাটিতে যে দলটি গড়ে উঠেছে ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল। মহান গেল সারা ভারতের ২৩ রাজ্যে নানা কর্মসূচিতে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা সহ সমস্ত স্তরের খেটে-খাওয়া মানুষের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ। দেখা গেল, ভোটসর্বস্বতা নয়, সংগ্রামী বামপন্থাকেই খুঁজছে মানুষ।

সভা, মিছিল, উদ্ধৃতি প্রদর্শনী ইত্যাদি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। কোনও কোনও রাজ্যে একাধিক স্থানে জনসভা হয়। বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে, একটি বাইক মিছিলে বহু ছাত্র-যুবক অংশগ্রহণ করেন।

মোরাদাবাদের আম্বেদকর পার্কের জনসভায় একাধিক বক্তা ২৪ এপ্রিলের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সভাপতিত্ব করেন মোরাদাবাদ জেলা সম্পাদক রাম সমুঝ মৌর্য, সঞ্চালনা করেন কমরেড রবিশঙ্কর মৌর্য। সভায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করে সঙ্গীতগোষ্ঠী, সভার আগে বিশাল মিছিল দকবার কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জুবের রব্বানি। দলের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড বেচন আলি, সভাপতিত্ব করেন এলাহাবাদ জেলা ইনচার্জ কমরেড রাজবেন্দ্র সিং। এ ছাড়াও কমরেড ঘনশ্যাম মৌর্য ও হরিশঙ্কর মৌর্য বক্তব্য রাখেন।

ত্রিপুরা ঃ আগরতলার স্টুডেন্টস হেলথ হোম হলে প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক অরুণ ভৌমিক রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রশাসনের চরম দলদাসত্ব ও গণতন্ত্র ধ্বংসের কথা তুলে ধরেন। প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা বলেন, সিপিএমের অ-বাম রাজনীতি বিজেপির উত্থানে সাহায্য করেছে। তিনি শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মলিন দেববর্মা।

মধ্যপ্রদেশ ঃ ভোপালের নীলম পার্কে ২৪ এপ্রিল বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং। রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলা থেকে কর্মী ও সাধারণ মানুষ এই সভায় যোগ দেন। কমরেড অরুণ সিং বলেন, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, নারীনির্যাতন, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও

পাঁচের পাতায় দেখুন

গুয়াহাটিতে বক্তব্য রাখছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য *রোহতকে বক্তব্য রাখছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান* *ওড়িশায় কটকের সভায় পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু*

কেরালার কুইলনে বক্তা পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ *মুম্বইয়ের সভায় বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী* *চেন্নাইতে বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জয়সন জোসেফ*

অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে শ্রীধর *আমেদাবাদে সভা। বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকা রথ* *পাটনায় বক্তা পলিটবুরো সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি*

ত্রিপুরার আগরতলায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা *ঝাড়খণ্ডের রাঁচির সভায় কর্মী-সমর্থকরা। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী*

মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল। আজ এই বিশাল ভারতের প্রান্তে প্রান্তে নানা লড়াই-আন্দোলন গড়ে তুলছে। ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল এই ইউ সি আই (সি)-এর ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে তাই দেখা

দিল্লি ঃ নিউ দিল্লির গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন আইটিও-র হলে ২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং। দিল্লির বুকে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতি সুপরিকল্পিত ভাবে তৈরি করা হয়েছে তার নিন্দা করে তিনি বলেন, বিজেপি যেমন এর জন্য প্রধানত দায়ী, একই সাথে ভোটের স্বার্থে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বুর্জোয়া দলও নানা ভাবে এতে মদত দিয়েছে। সভার সভাপতি দলের দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রাণ শর্মাও বক্তব্য রাখেন।

উত্তরপ্রদেশ ঃ প্রতাপগড় জেলার দকবায় শান্তিভবন সভাঘরে জনসভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড পুষ্পেন্দ্র, সভাপতিত্ব করেন কমরেড কমরেড বিজয় পাল সিং, সঞ্চালনা করেন কমরেড নুর কিশোর সিং।

মউ, বালিয়া, গাজিপুর জেলার মিলিত সভা হয় মউ শহরে। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ বর্মা। এ ছাড়া বালিয়া জেলা সম্পাদক শৈলেন্দ্র কুমারও বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন, কমরেড ত্রিভুবন নাথ। সঞ্চালনা করেন কমরেড মুন্না শর্মা।

এলাহাবাদের গভর্নমেন্ট প্রেস স্কুলে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন দলের

দেশজুড়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভা

চারের পাতার পর

দাঙ্গা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান হতে পারে একমাত্র শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার মধ্য দিয়ে। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড উমা প্রসাদ, দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুনীল গোপাল সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন।

উত্তরাখণ্ড ঃ ২৭ এপ্রিল উত্তরাখণ্ডে পৌরি গাড়ওয়াল জেলার সদর শহর শ্রীনগরে রিটায়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং। সভাপতিত্ব করেন উত্তরাখণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির ইনচার্জ কমরেড মুকেশ সেমওয়াল। সভায় ছাত্র-যুবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

দিল্লির সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং

গুজরাট ঃ আমেদাবাদের মণ্ডল ভবন হলে ২৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকানাথ রথ, দলের গুজরাট রাজ্য সম্পাদক কমরেড মীনাক্ষী যোশী, সভা পরিচালনা করেন।

রাজস্থান ঃ পিলানি শহরে প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় তীব্র গরমের মধ্যেও দূরদূরান্ত থেকে কয়েক শত মানুষ যোগ দেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ, সভা পরিচালনা করেন কমরেড রামদয়াল চৌধুরী। কমরেড স্বপন ঘোষ ভারতের মাটিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)- কে একমাত্র সাম্যবাদী দল হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অসামান্য সংগ্রাম তুলে ধরেন। এই দলকে কেন শক্তিশালী করা আজ ভারতের খেটে খাওয়া মানুষের মহান কর্তব্য তা তিনি ব্যাখ্যা করেন।

রাজস্থানের সভায় বক্তব্য রাখেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ

বিহার ঃ বিহারের তিন জায়গায় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সভা হয়। ২৬ এপ্রিল পাটনার আইএমএ হলের সভায় প্রধান বক্তা পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি বলেন, কংগ্রেস মুক্ত ভারতের স্লোগান দিয়ে বিজেপি কংগ্রেসের পথেই সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ করে চলেছে। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিকদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিচ্ছে বিজেপি। তিনি বলেন, যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মানুষ যাচ্ছে তার থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লব। যে কাজ করতে পারে একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি। কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড এন কে পাঠক, উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী।

মধ্যপ্রদেশের সভা

মুঙ্গের ঃ ২৮ এপ্রিল মুঙ্গেরে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড রবীন সমাজপতি। সভাপতিত্ব করেন মুঙ্গের জেলা সম্পাদক কমরেড কৃষ্ণদেব সাহ।

উত্তরাখণ্ডে সভা

মুজফফরপুর ঃ ৩০ এপ্রিল মুজফফরপুরের সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ সিং বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড রবীন সমাজপতি। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী। সভা পরিচালনা করেন কমরেড অর্জুন কুমার।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে সভা

কর্ণাটকের সভায় বক্তব্য রাখেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী

হায়দরাবাদে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে উমা

বাঙ্গালোরে নেতাজি স্মরণে বই প্রকাশ

কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে রবীন্দ্র কলাক্ষেত্র হলে স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন যোদ্ধা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৭ এপ্রিল এআইএমএসএস একটি বই প্রকাশ করে। উদ্বোধন করেন প্রবীণ সাংবাদিক শ্রী রবীন্দ্র ভাট। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ডাঃ সুধা কামাথ, প্রবীণ আইনজীবী ও লেখক হেমলতা মহিষী প্রমুখ। সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশিত হয়েছে
সংগ্রহ করুন

- মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস : দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নিরিখে প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপলব্ধি
- মার্ক্সবাদ - লেনিনবাদ - কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা : একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন
- ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিমুক্তির সংগ্রাম কোন পথে
- মূল্যের শ্রমতত্ত্ব থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য : একটি পর্যালোচনা

পাঠকের মতামত

না গেলে অপূর্ণ থাকত জীবন

আজ ২৫ এপ্রিল সোমবার। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই। গতকালের অভিজ্ঞতা লিখতে বসেছি। এমন এক অভিজ্ঞতা যা না হলে জীবন যেন অপূর্ণ থাকত।

আসল কথায় আসি। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে বাসে মেদিনীপুরে আসি বিরাট উত্তেজনা নিয়ে। এখানে এসে 'আমি' থেকে যেন 'আমরা' হয়ে গেলাম! আসলে সঙ্গীসাথী যখন কমরেড তখন আর 'আমি' শব্দটা চলে না। প্রত্যেকেরই ৯.২৫-এর ট্রেনে ওঠার কথা, কিন্তু ট্রেন ধরতে পারলাম না আমরা তিনজন। পরের ট্রেন ১১টায়। মেদিনীপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি— কখন যে সংখ্যাটা তিন থেকে বেড়ে গণনার বাইরে চলে গেল বুঝতে পারলাম না।

উপস্থিত হলাম কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে। মাঠে পা রেখে প্রথমেই মনে হল— 'এত মানুষ!' এর আগে অনেক জমায়েত দেখেছি, কিন্তু এত গরমে এত অস্বস্তিতেও এত জনের জমায়েত জীবনে প্রথমবার দেখলাম। হঠাৎ 'ইনকিলাব' ধ্বনিতে গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। বুঝলাম, জীবনে এগিয়ে চলার প্রেরণা আছে এসইউসিআই(সি)-র এই জমায়েত-অঙ্গন ঘিরেই। বুঝলাম, কেন হাজার হাজার মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে। বুঝলাম, শুধু আমিই একা কাকভোরে ঘর থেকে বেরোইনি, আরও হাজারো মানুষ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছেন। ভাবছিলাম, এত বড় সমাবেশের জন্য কতজন কমরেড কতদিন ধরে ঘরে-ঘরে গিয়ে, পথচলতি মানুষের থেকে সাহায্য চেয়েছেন! প্রবল তাপপ্রবাহের মধ্যে মঞ্চসজ্জা থেকে অন্যান্য আয়োজন এবং এই বিরাট জমায়েতকে সামাল দিয়ে পুরো অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করেছেন যে স্বেচ্ছাসেবকরা, বাকি যাঁরা এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং সর্বোপরি যাঁদের জন্য আমি ওখানে যেতে পারলাম— প্রত্যেককে সংগ্রামী লাল সেলাম।

মনে হচ্ছিল, জীবনটা হয়ত আমার বৃথা হত যদি না ওখানে উপস্থিত হতে পারতাম! এ যেন এক স্বপ্নের দিন যা বাস্তবে দেখতে পেলাম! অবাক হলাম, ৮৬ বছর বয়স্ক একজন ব্যক্তিকে তরুণের মতো তেজোদীপ্ত দীর্ঘ বক্তব্য রাখতে দেখে। এই মানুষটি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অন্যতম সহযোদ্ধা কমরেড প্রভাস ঘোষ, যিনি ১৯৫০ সালে এসইউসিআই(সি)-র সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রভাবশালী দেশের চাওয়া-পাওয়া, কার কী মনোভাব— এত অনায়াসে এত সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন যা রীতিমতো বিস্মিত করেছে আমাকে। বিপ্লবীদের গণমুক্তির স্বপ্ন কেন পূরণ হল না, কীভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি ধর্ষক তৈরির কারখানা গড়ে তুলছে এবং কেন এই পরিস্থিতি বদলাতে আজ অসংখ্য ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতার প্রয়োজন, প্রভৃতি বহু বিষয় নিয়ে তিনি সমৃদ্ধ বক্তব্য তুলে ধরলেন। আমি সামান্য ব্যক্তি। পুরো বিষয়টি বিশ্লেষণ করার জন্য আমার শব্দভাণ্ডার অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। একজন ক্ষুদ্র সংগ্রামী হিসাবে আমার লেখার মধ্য দিয়ে ওঁকে লাল সেলাম জানাতে চাই।

প্রায় দু'ঘণ্টা সেই অমূল্য বক্তব্য শোনার পর ফেরার পথে হাওড়া স্টেশনে যেদিকেই তাকাচ্ছি কমরেডদের দেখতে পাচ্ছি! সকলে মিলে আমরা যেন একজনই!

মৃন্ময় চৌধুরী, খড়গপুর কলেজ

ভিওয়ানিতে মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ

২৬ এপ্রিল এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে হরিয়ানার ভিওয়ানিতে মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের উদ্যোগে কর্মীদের ১২ মাসেরই বেতন দেওয়া, বেতন বাড়ানো, ৮-১০ মাসের বকেয়া বেতন মেটানো, অসুস্থতা ও দুর্ঘটনায় চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ, অবসরের সময়সীমা ৬৫ বছর করা এবং অবসরকালীন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি দাবিতে অনুষ্ঠিত সভায় এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক রাজকুমার বাসিয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। দাবিগুলি নিয়ে জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

সরকার নির্ধারিত বাসভাড়া নেওয়ার দাবি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বেসরকারি বাসে সরকার নির্ধারিত বাসভাড়া নেওয়া, বাসগুলিতে ওই তালিকা টাঙানো, রাতের বাস সুনিশ্চিত করা সহ যাত্রী পরিষেবার নানা দাবিতে ২৮ এপ্রিল পরিবহণ যাত্রী কমিটির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, করোনা সংক্রমণকালে বেসরকারি বাস চালু হওয়ার পর থেকে বাসগুলি ন্যূনতম ৭ টাকার ভাড়া ১০ টাকা ও বেশি দূরত্বের ক্ষেত্রে যথেচ্ছ ভাড়া আদায় করছে। হাইকোর্টের রায় থাকা সত্ত্বেও বাসগুলিতে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা টাঙানো হয়নি। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও সন্ধ্যা ৭টা-৮টার পর কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডগুলিতে আর কোনও বাস থাকে না। অবিলম্বে উপরোক্ত দাবিগুলি রূপায়ণে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে স্মারকলিপিতে।

শিক্ষা স্বাস্থ্য বেচাই কি শিল্প

একের পাতার পর

শিল্প সম্মেলন এই বিপদই বাড়িয়ে দিল।

শিল্প সম্মেলনের নামে শিক্ষার বেসরকারিকরণের দরজাও খুলে দেওয়া হল। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের মালিক শিক্ষাক্ষেত্রে ২০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথা জানিয়েছেন। আদানি গোষ্ঠী শিক্ষায় বিনিয়োগ করবে বলে শোনা যাচ্ছে। সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, তৃণমূল শাসনে গত ১১ বছরে রাজ্যে পাঁচ শতাধিক বেসরকারি স্কুল তৈরি হয়েছে। যা তিনি বলেননি তা হল, এই সময়ে একটিও সরকারি স্কুল তৈরি হয়নি এবং বেসরকারি শিক্ষার সুযোগ করে দিতে অনেকদিন ধরেই তাঁরা সুকৌশলে সরকারি শিক্ষার বেহাল অবস্থা তৈরি করেছেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের লক্ষ্যও শিক্ষার বেসরকারিকরণ। মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের যত বিরুদ্ধতা করুক, রাজ্যের তৃণমূল সরকার এই সম্মেলনে তাদের সেই লক্ষ্যকেই আরও পোক্ত করল। কিন্তু ব্যয়বহুল বেসরকারি শিক্ষা মানুষ কিনতে পারবে কেমন করে, সে প্রশ্ন ভাবায়নি সরকারি কর্তাদের।

দেখা যাচ্ছে, শিল্পের স্লোগান শাসক দলগুলির কাছে লোক-ঠকানোর কৌশল মাত্র। রাজারহাটে রাজ্যপাল যখন এই শিল্প সম্মেলন উদ্বোধন করছেন, ঠিক সেই সময় রাজ্য বিজেপির সভাপতি সিঙ্গুরে গিয়ে কৃষকদের বললেন, 'এ রাজ্যে বিজেপি সরকার হলে, কৃষকেরা যদি চান, তা হলে ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে শিল্প করে দেখাব'। এমন আশ্বাস সিঙ্গুরের মানুষ বহু শুনেছেন। কিন্তু সিঙ্গুর থেকে টাটার ন্যানো মোদির রাজ্য গুজরাটের সানন্দে গিয়ে আঁতুড় ঘরেই কেন মরে গেল তা অবশ্য তিনি বলেননি। কিন্তু যে জিনিসটি বেরিয়ে এল, শিল্পায়নের স্লোগান কারও ক্ষমতায় আসার, কারও ক্ষমতায় থাকার মোক্ষম চালাকি।

বিজেপিও গুজরাটে ঘটা করে কয়েক বছর পর পর শিল্প সম্মেলন করে। সেখানেও লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব শোনা যায়। শেষপর্যন্ত কী হয়? কতজন প্রকৃতই কাজ পায় সেখানে? এ সব প্রশ্নের উত্তরে মেলে শুধু দীর্ঘ নীরবতা অথবা দেশদ্রোহী তকমা। তথ্য বলছে, ২০১৯ সালে গুজরাটে বন্ধ হয়েছে ২ হাজার কারখানা। '২১ সালে ঝাঁপ ফেলেছে আরও ১৯৩৮টি সংস্থা (ইকনমিক টাইমস, ৮ ফেব্রুয়ারি, '২২)। সারা দেশে ২০১৯ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার সংস্থা। ২০২২-এর জানুয়ারিতে বন্ধ হয়ে যাওয়া সংস্থার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার (স্ট্যাটিকস্টিকস.কম এবং ইন্ডিয়া সিএসআর.ইন)।

এ রাজ্যের পূর্বতন সিপিএম সরকারও শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখাত। যদিও তাদের শাসনের শেষ লগ্নে রাজ্যে ছোটবড় ৫৬ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজ্য সরকারের স্টেট অব এনভায়রনমেন্ট রিপোর্ট ২০২১ বলছে, বাংলায় ২০১৬ থেকে '২১-এ ২১ হাজার ৫৪১টি শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। বড় শিল্প বন্ধ হয়েছে ২৭১টি।

কেন এই সাড়ে ২১ হাজার শিল্পে ঝাঁপ পড়ল? এক সময় প্রচার ছিল জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্য বাংলা থেকে শিল্প পালিয়েছে। কিন্তু এখন শিল্প বন্ধ হচ্ছে কেন? এখন তো আন্দোলন নেই! সিপিএমের কায়দাতেই তৃণমূলও ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে কব্জা করে শ্রমিক আন্দোলনকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। সিটু সহ বামপন্থী নামধারী ট্রেড ইউনিয়নগুলি ৩৪ বছর ধরে সিপিএম সরকারকে রক্ষা করতে গিয়ে আন্দোলন ভুলে গিয়েছে। তৃণমূল সরকার ও দল বনধ, ধর্মঘটের বিরুদ্ধে প্রায় জেহাদ ঘোষণা করেছে। সরকার ধর্মঘটকারীদের শাস্তি দেওয়ার ফরমান জারি করেছে। সিপিএম আমল থেকেই কথা চালু হয়েছে— পশ্চিমবঙ্গে এখন শ্রমিকরা নয়, দাবিসনদ দেয় মালিকরা। তা হলে কীসের ভয়ে শিল্প পালাল? শ্রমিকদের আন্দোলনের জন্য শিল্প পালায়, এটা নেতাদেরই লোক ঠকানো মিথ্যাচার। আসলে এর মধ্য দিয়ে আড়াল করা হয় শিল্পে লাল বাতি জ্বলার আসল কারণ।

সেই কারণটা কী? আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি, এর পিছনে আসল কারণ হল মন্দা— মানে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার অভাব। এই মন্দা পুঁজিবাদী শোষণের ফল। মন্দা আজ এত ভয়াবহ যে, পুঁজিপতিরাই তা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। শিল্পমহল স্বীকার করে দেশের সর্বত্র লগ্নির খরা (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ এপ্রিল, '২২)। অর্থাৎ বাংলাতেই শুধু শিল্প হচ্ছে না তা নয়, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম বা অন্যান্য আঞ্চলিক দল শাসিত সব রাজ্যেরই এক চিত্র। জনগণের এই ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন সরকার নানা খয়রাতি প্রকল্প চালালেও সমস্ত পণ্যের তীব্র মূল্যবৃদ্ধি তা আরও নামিয়ে দিচ্ছে। দেশের সিংহভাগ মানুষের ধসে যাওয়া ক্রয়ক্ষমতাকে ভিত্তি করে শিল্পায়ন হতে পারে না। পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে নামিয়ে দিয়ে শিল্পায়নের সামনে একটা মারাত্মক সংকট হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাধা না সরিয়ে শিল্পায়ন হতে পারে? সর্বোচ্চ মুনাফার দিকে তাকিয়ে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর অল্প কিছু কল-কারখানা হতে পারে। কিন্তু এরই পাশে শিল্প যেমন বন্ধ হচ্ছে তা হতেই থাকবে। ক্রমাগত শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে দেশের অধিকাংশ পরিবারের কেনার ক্ষমতা চলে যেতে থাকবে। আরও বাড়তে থাকবে বন্ধ কল-কারখানার সংখ্যা।

এই অবস্থায় বছর বছর যত ঘটা করেই শিল্প-সম্মেলন হোক না কেন, তার জাঁক-জমকটুকুই সার। ফলের আশা বৃথা।

বন্যা প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি পূর্ব মেদিনীপুরে

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধে আগামী বর্ষার পূর্বে সোয়াদিঘি-গঙ্গাখালি-পায়রাটুঙী-পুটিমারি প্রভৃতি নিকাশি খাল সংস্কার এবং নদী ও খালের ভেতর তৈরি বেআইনি ইটভাটা-মাছের ভেড়ি-অবৈধ কাঠামো উচ্ছেদের দাবিতে ২৮ এপ্রিল 'পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি'র পক্ষ থেকে রাজ্যের সেচমন্ত্রী ও জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও সহ সভাপতি অশোকতরু প্রধান। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, গত বর্ষায় কেলেঘাই নদীর বাঁধ ভেঙে বিধ্বংসী বন্যায় বহু এলাকা দীর্ঘ কয়েক মাস জলবন্দি ছিল। ওই সময় জেলা ও মহকুমা প্রশাসন জেলার এই ভয়াবহ দুর্দশা নিরসনে নদী ও খালের ভেতরে থাকা বেআইনি ইটভাটা-মাছের ভেড়ি-নানা ধরনের অবৈধ নির্মাণ কাঠামো উচ্ছেদের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল। সেচ দপ্তরও আগামী বর্ষার পূর্বে সোয়াদিঘি-পুটিমারি-গঙ্গাখালি-পায়রাটুঙি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ খাল সংস্কারে হাত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেইমতো মহকুমা প্রশাসন জলনিকাশিতে বাধা সৃষ্টিকারী অংশগুলি চিহ্নিতও করেছিল। সেচমন্ত্রীও একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনওটাই রক্ষিত হয়নি। কমিটি বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে।

এই দীর্ঘ ছুটির প্রয়োজন ছিল না

দীর্ঘ দু-বছর বন্ধ থাকার পর রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সবে খুলে ছিল। ক্লাসরুম ভিত্তিক পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল। সাময়িক হলেও স্বস্তি ফিরেছিল ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জায়গায় তাপপ্রবাহের কারণে রাজ্য জুড়ে ৪৫ দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের হঠকারী, তুঘলকী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এতদিন ছুটি ঘোষণার আগে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, ছাত্র সংগঠন কিংবা চিকিৎসকদের পরামর্শ নেয়নি। শিক্ষক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী অথবা চিন্তাশীল মানুষদের কেউই কিন্তু দাবদাহের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করার দাবি তোলেননি।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, সরকার যতই ছাত্রদের সুবিধার কথা বলুক, বাস্তবে এই সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেবে। একদিন শিক্ষায় দেশের প্রথম সারিতে থাকা পশ্চিমবঙ্গ আজ শেষের সারিতে। এর দায় কি সরকার এড়াতে পারে?

এই প্রতিবেদন তৈরির সময় দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাপপ্রবাহ নেই। বৃষ্টি যে শীঘ্রই হবে, আবহাওয়া দপ্তর তা ঘোষণাও করেছিল। তা সত্ত্বেও তড়িঘড়ি ছুটি ঘোষণা করে দেওয়া হল! বৃষ্টি যদি না-ও হত, তাহলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু রাখার বিকল্প ভাবনা ভাবা যেত। রাজ্যে গরমের তীব্রতা সর্বত্র সমান নয়। উত্তরবঙ্গে তাপপ্রবাহ নেই। রাজ্য সরকার ওড়িশা সরকারের মতো সংক্ষিপ্ত ছুটি দিয়ে পরিস্থিতি বিচার করতে পারত। বিকল্প হিসেবে ভাবা যেত, যে জেলাগুলোতে তাপমাত্রার তীব্রতা রয়েছে সেখানে সকালে ক্লাস করার। পিরিয়ডের সংখ্যা কমিয়েও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু রাখা যেত।

করোনা সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার ফলে ড্রপ আউট-এর সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ। পুনরায় পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে বহু ছাত্র-ছাত্রীর সমস্যা হচ্ছে। দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্ররা রুজি-রোজগারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকের অথবা অন্য কোনও কাজ বেছে নিতে। তাদের স্কুলমুখী করা কঠিন হচ্ছে। আবার এতদিন স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকলে ড্রপআউট আরও বাড়বে।

সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। এর আগেও রাজ্য সরকার পিপিপি মডেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার কথা মৌখিক ঘোষণা করেছিল। আসলে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই শিক্ষাকে মুনাফা-যোগ্য পণ্য হিসেবে দেখছে, অধিকার হিসেবে নয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো টানা বন্ধ রাখার অর্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পুনরায় অনলাইন শিক্ষায় অভ্যস্ত হতে বাধ্য করা। লকডাউন পর্বে বাইজুস, টিউটোপিয়ার মতো অনলাইন অ্যাপগুলো কোটি কোটি টাকা মুনাফা করেছে। তাই স্কুলভিত্তিক পঠন পাঠন বন্ধ রেখে রাজ্য সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের পথ সুগম করছে এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে কোটি কোটি টাকা লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে। যার ফলে শিক্ষার সুযোগ মুষ্টিমেয় ধনী উচ্চমধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই প্রক্রিয়ায় দ্বারা শিক্ষায় সুস্পষ্ট দুটো শ্রেণি তৈরি করা হচ্ছে। যাদের অর্থ থাকবে তারাই অনলাইন পরিষেবা ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পড়াশোনা করতে পারবে। দেশের দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, শ্রমিক-কৃষকের কাছে শিক্ষা হয়ে দাঁড়াবে বিলাসিতার নামান্তর। রাজ্য সরকার মুখে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরোধিতা করলেও বাস্তবে রাজ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০' কার্যকর করে চলেছে।

"৪৫ দিন স্কুল বন্ধের নির্দেশিকার বিরুদ্ধে ২ মে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আনন্দা হাণ্ডা বলেন, এই সর্বনাশা সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে স্কুল খোলার দাবিতে ৫ মে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে অবস্থান করবেন শিক্ষকরা।"

দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধথাকায় যেমন ড্রপআউটের সংখ্যা বাড়ছে, তেমনই দীর্ঘদিন ধরে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধআছে। তার ফলে ছাত্র-শিক্ষকের অভাবে বহু সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যু ঘটবে অচিরেই। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের শিক্ষাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি দেখে বহুকাল আগে বলে যাওয়া মনীষী টলস্টয়-এর উক্তি 'জনগণের অজ্ঞতাই সরকারের শক্তির উৎস', ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও অমোঘ সত্য বলে মনে হয়। তাই রাজ্য সরকারের অবিলম্বে এই অবিমৃষ্যকারী, হঠকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে শিক্ষার স্বার্থে স্কুল-কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা ও পাশাপাশি গরমের দীর্ঘ ছুটির যে নির্দেশিকা তা প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

দাবদাহে ফুলের ব্যাপক ক্ষতি, ক্ষতিপূরণের দাবি চাষিদের

সাম্প্রতিক কয়েক দিনের প্রচণ্ড দাবদাহে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি জেলাগুলিতে ফুলচাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক এক বিবৃতিতে বলেন, দাবদাহের কারণে একদিকে ফুলবাগানে জলসেচের খরচ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্য দিকে ফুলের কুঁড়ি শুকিয়ে যাওয়ার কারণে ফুলের গুণমানও নষ্ট হচ্ছে এবং ফলন কমেছে। অবিলম্বে প্রাকৃতিক এই ক্ষতির জন্য চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়ে ২৯ এপ্রিল রাজ্যের হর্টিকালচার দপ্তরের মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

চিটফান্ড ক্ষতিগ্রস্তদের যন্ত্রণা নিয়ে হেলদোল নেই কোনও সরকারের

অর্থলগ্নি সংস্থার আবারও একটি প্রতারণার খবর সম্প্রতি সামনে এসেছে। আনুমানিক এক হাজার কোটি টাকার প্রতারণা। ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার মানুষ। বারবারই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। ২০১৩ সালে সারদা, রোজভ্যালি, অ্যালকেমিস্ট, টোগো গ্রুপ অফ কোম্পানি, প্রয়াগ সহ রাজ্যের ছোট-বড় ৩৫৬টি অর্থলগ্নি সংস্থা আনুমানিক ২ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা মানুষের কাছ থেকে লুঠ করেছে। সারা দেশে আনুমানিক ৭ লাখ কোটি টাকা লুঠ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ সালের পরে শেয়ার বিক্রি ও ফিক্সড ডিপোজিটের নতুন কৌশলের ফাঁদ পেতে আবার মানুষকে প্রতারিত করা হচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে বহু বার চিটফান্ড ক্ষতিগ্রস্তদের সংগঠন 'অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে। বিষয়টি সিবিআই, ইডি, সেবি এবং ইওডব্লিউ-এরও নজরে আনা হয়। কিন্তু কারও পক্ষ থেকেই এই নতুন প্রতারণা রুখতে ন্যূনতম কোনও পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়নি। করোনাকালে এই জাল এ রাজ্য সহ সারা দেশে বিস্তার লাভ করেছে।

অর্থলগ্নি কেলেঙ্কারির সঙ্গে সমস্ত শাসক দল যুক্ত। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বহু মন্ত্রী, নেতা এতে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে মদত দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত বহু তথ্য সংবাদমাধ্যমের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আসামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নামও এই কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত। ডেলো পাহাড়ের ঘটনা অনেকেরই মনে আছে। সারদা কর্তার জেল থেকে বক্তব্য ও রহস্যজনক লাল ডায়েরির হদিস আজও পাওয়া গেল না। পুলিশ কর্তার গ্রেফতার হলেন না। অনেকেরই আশঙ্কা, গোটা বিষয়টায় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের গোপন সমঝোতা রয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ২০১৪ সাল থেকে সিবিআই, সেবি, ইডি সহ এ রাজ্যের সরকারের গঠিত ইওডব্লিউ কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। শুধু তাই নয় ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোকসভা নির্বাচনের আগে দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, পুনরায় সরকারে ফিরলে ১২০ দিনের মধ্যে তাঁরা এই সমস্যার সমাধান করবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের আশ্বাস দিয়েছিলেন। একটি প্রতিশ্রুতিও পূরণ হয়নি।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে ৭ বছর ধরে আন্দোলন চলছে। ২০১৪ সাল থেকে সিবিআই তদন্ত সত্ত্বেও তদন্তের ফল এখনও গভীর জলে। আশঙ্কা, এই দীর্ঘসূত্রতার ফলে স্বাধীনতার পর ঘটে যাওয়া এই বৃহৎ কেলেঙ্কারি হারিয়ে যাবে। বিচার পাবেন না ক্ষতিগ্রস্তরা। এটাই শাসক দলগুলির পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে এ রাজ্যে ৩০০ জনেরও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত নিরুপায় মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। আরও হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ শেষ সম্বল হারিয়ে তিলে তিলে মারা যাচ্ছেন। সারা দেশের চিত্র ভয়াবহ। সংগঠনের দাবি, সমস্ত বিষয়টি নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন। বিপুল সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে রক্ষা করুন।

সোনামুখীতে নেতাজির স্মৃতিচারণ

১৯৪০ সালের ২৮ এপ্রিল দেশনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী শহরে এসে এক বৃহৎ জনসমাবেশে ভাষণ দেন। স্মরণীয় এই বিশেষ দিনটিতে এ বছর সেখানে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১২৫তম জন্মবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি পরিচালনা করেন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক শচীন কুমার। প্রতিকৃতিতে প্রথমে মাল্যদান করেন নেতাজির পরশধন্য বর্ষীয়ান প্রহ্লাদ কর্মকার। তিনি বলেন, আমি কাছ থেকে নেতাজিকে দেখেছি, প্রণাম করেছি। তা আজও আমার কাছে চিরস্মরণীয় পাথেয়। নেতাজি চর্চা বর্তমানে খুব প্রয়োজন। মাল্যদান করেন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। নেতাজী স্মরণে রচিত শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠ করেন অধ্যাপক শচীন কুমার। কমিটির সদস্য স্বপন নাগ নেতাজির মূল্যবান উদ্ধৃতি পড়ে শোনান।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ঐতিহাসিক মে দিবস স্মরণে

১ মে ঐতিহাসিক মে দিবস উপলক্ষে সারা ভারতে নানা কর্মসূচি পালন করেন শ্রমজীবী মানুষ। ওইদিন কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতাদের ছবিতে মাল্যদান করেন ও রক্তপতাকা উত্তোলন করেন দলের পলিটবুরো সদস্য এবং এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সহসভাপতি কমরেড স্বপন ঘোষ। (ডাইনে) মে দিবস পালন করছেন আসানসোলের পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা।

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহের সূচনা

১ মে মহান শ্রমিক সংহতি দিবসে এআইডিএসও-র আহ্বানে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী ১ কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল কলকাতায়। এদিন কলকাতার যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন লেনিন মূর্তির সামনে এক সংক্ষিপ্ত সভার মধ্য দিয়ে এই স্বাক্ষর অভিযানের সূচনা হয়। শুরুতেই বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ। এরপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি সামসুল আলম। সৌরভ ঘোষ সরকারি শিক্ষা রক্ষায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এই আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। এরপর সভামঞ্চের পাশে অবস্থিত স্বাক্ষর বোর্ডে প্রথম সই দিয়ে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সৌরভ ঘোষ (ছবি)। এরপর উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ মানুষের কাছে সংগঠনের দাবি তুলে ধরেন এবং স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য আবেদন জানান।

স্বাস্থ্য দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের প্রতিবাদ

স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ— এটাই ছিল প্রচলিত ও আইনগত অধিকার। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তা লঙ্ঘন করে স্থায়ী কাজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের ১১,৫২১টি পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের ঘোষণা তিনি করেছেন। এর তীব্র বিরোধিতা করে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এক বিবৃতিতে বলেন, স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালা শ্রম কোড চালু করার নামান্তর।

তিনি বলেন, শুধু স্বাস্থ্য দপ্তর নয়, সব রাজ্য সরকারি দপ্তরে বহু পদ শূন্য আছে। সে সব ক্ষেত্রে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে ধিক্কার নাগরিক সভায়

''আমার মেয়েও ধর্ষিতা হতে পারে, আপনার মেয়েও পারে এবং যে কোনও সময়''—আজ এই রাজ্য যেখানে পৌঁছেছে তাতে এই আশঙ্কাই আমাদের তাড়া করে। ২৮ এপ্রিল মৌলালি যুবকেন্দ্রে নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির সভায় ক্ষোভের সাথে এ কথা বললেন বাস্কেট বলের জাতীয় কোচ অনিতা রায়। তিনি আরও বলেন, একদিকে কলকাতাকে ঝাঁ চকচকে করে সাজানো হচ্ছে, পাশাপাশি চলছে ধর্ষণের বীভৎসতা।

অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার বলেন, ক্ষমতায় পুরুষ-মহিলা যিনিই আসুন নারীদের উপর নির্যাতনের কোনও বিরতি নেই। তাঁর আক্ষেপ, একজন নারী মুখ্যমন্ত্রী হয়েও নারীদেহ নিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করতে পারেন না। মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী সুজাত ভদ্র, বলেন, শাসক রাজনৈতিক দলগুলি দুর্বৃত্তদের পোষে, লালন-পালন করে, ভোটে তাদের ব্যবহার করে। সেই কারণে আমাদের লড়াই অনেক গভীর। শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের অন্যতম সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় কীভাবে নির্যাতিতা নারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সে ইতিহাস তুলে ধরেন। ডাঃ নূপুর ব্যানার্জী বলেন, ছোটবেলা থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া হয় তুমি নারী। তাকে বোঝাতে হবে, বড় হয়ে আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাঁচতে হবে। বাবা-মাকে পরিবারের মধ্যে এই দায়িত্ব নিতে হবে।

ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার সূর্যবিকাশ চক্রবর্তী বলেন, অপরাধীরা নেতা-মন্ত্রীর কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে আশ্রয় কিনে নেয়। শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যায়। মহিলা ফুটবলের জাতীয় কোচ কুন্তলা ঘোষদস্তিদার বলেন, আমাদের ভয় পেলে চলবে না। মেয়েদের ট্রেনিং দিতে হবে, যাতে তারা রুখে দাঁড়াতে পারে। কমিটির সম্পাদক কল্পনা দত্ত বলেন, যখনই যেখানে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটবে আমাদের ছুটে যেতে হবে, মুখ্যমন্ত্রী হাঁসখালির মতো ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করলে তাঁর দপ্তরের সামনে ধরনা দিতে হবে। এই সভা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। সভায় সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সুদীপ্ত দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী পার্থসারথী সেনগুপ্ত।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মিছিল

রামনবমী এবং হনুমান জয়ন্তীর নামে দিল্লি সহ দেশের নানা প্রান্তে বিজেপি-আরএসএস মদতপুষ্ট বাহিনী এবং বিজেপি সরকারের প্রশাসন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর হামলা চালিয়েছে। এর প্রতিবাদে

২৬ এপ্রিল বামপন্থী দলগুলির এক যৌথ মিছিল কলকাতার রামলীলা পার্ক থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত যায়। সেখানে এসইউসিআই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, নির্বাচনী পথে নয়, সংগ্রামী বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই সাম্প্রদায়িকতাকে রোখা সম্ভব।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com